ভোরের ডাক
Date:21-03-16 Page 1, Col 1-4 Size: 24 Col*Inc

গত বছর বিদেশে পাচার হয়েছে ৭২ হাজার কোটি টাকা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর মোটা অঙ্কের টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। শেষ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে ৯০০ কোটি ডলার বা ৭২ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। যা বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশের সমান।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি, বাংলাদেশ) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ কথা জানান অর্থনীতিবিদরা। 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এ আলোচনা সভাটি রোববার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন- সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ।

আইসিসি'র সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে প্যানেল আলোচক ছিলেন- সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান, ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বেরেস্ফর্ড, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি নাসিম মনজুর, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ আইএফসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাসরুর রিয়াজ, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'র (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফা কে মজুরি প্রমুখ।

এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেইন।

মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে প্রতিবছর বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন ৫ থকে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে ৫ ট্রিলিয়ন বিনিয়োগ হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১০ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। আর বৈশিক বিনিয়োগ ৭ ট্রিলিয়ন হলে বাংলাদেশের বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১৫ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আছে ৫ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ৫ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি রয়েছে ৫ হাজার কোটি ডলার এবং ৭ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি আছে ৯ হাজার ৪০০ কোটি ডলার।

বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনে অর্থায়নকে গুরুত্ব সমস্যা উলে-খ করে তিনি বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থ দেশের বাইরে চলে যায়। এই অর্থনীতিবিদ আরও বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে অর্থবছর ২০১৫-২৪ সময়ে ব্যবসার মুনাফার প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হারে হতে হবে।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ অবশ্যই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল যে চ্যালেঞ্জ আছে তা হলো জেগে উঠা। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো। সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছি। যুক্তরাজ্যে আমাদের রফতানি কমে যাওয়া শংকা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রতিনিয়িত যুক্তরাজ্যে আমাদের রফতানি বেড়েছে। শেষ বছরে যুক্তরাজ্য থেকে ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বা ৫৭০ কোটি ডলার রফতানি আয় হয়েছে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় অর্থ পাচার হয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে শেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বশেষ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৯০০ কোটি ডলার বা ৭২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। যা জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশের সমান।

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:21-03-2016 Page 18 Col 3-5 Size:19.5 *Inc

বছরে ৭২ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ থেকে বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশেরও বেশি অর্থ পাচার হয় বলে দাবি করেছেন বেসরকারী গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। তবে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন মনে করেন, বছরে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশের সমান।

রবিবার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা: বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক সংলাপে এই দুই অর্থনীতিবিদ এসব কথা বলেন। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসি) এ সংলাপের আয়োজন করে। ড. জাহিদ হোসেন তার বক্তৃতার সময় বলেন, বাংলাদেশ থেকে বছরে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশের সমান। এর পরেই মোস্তাফিজুর রহমান এ প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের জন্য চিন্তার বিষয়- অর্থ পাচার হয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে শেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বছরে ৯০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। যা জিডিপির ৬ শতাংশেরও বেশি। তবে বিশিষ্ট এই বিশ্লেষকরা এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করেননি।

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা শীর্ষক এক সংলাপে তথ্য

মোস্তাফিজুর রহমানের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর মোটা অঙ্কের টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। গত অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে ৯০০ কোটি ডলার বা ৭২ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলার ৮০ হিসেবে) বিদেশে পাচার হয়েছে। যা বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশের সমান।

সংলাপে বক্তারা জাতিসংঘ ঘোষিত ১৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৩০) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের পথে অর্থ জোগান দেয়াই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন। সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. জাহিদ হোসেন। তোফায়েল আহমদে বলেন, আঞ্চলিক বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটছে। সেই ধারাবাহিকতায় আফ্রিকায় শুল্কমুক্ত বাজার পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, রিজার্ভ আছে ২৮ বিলিয়ন, কৃষি খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮ শতাংশ, সার্ভিস খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২৬ শতাংশ; পাশাপাশি রফতানি আয়ও বাড়ছে। বাংলাদেশ এখন তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাংলাদেশ মিরাকলের (অলৌকিক) মতো বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করছে। জিএসপি সুবিধা না পাওয়ার সমালোচনা করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দেখেছি বেসরকারী খাতে ৭ শতাংশ এবং সরকারী খাতে ১৩ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়ন আছে। অথচ তারা বাংলাদেশে শতভাগ ট্রেড ইউনিয়ন চায়। আমি অনেক পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেছি। শ্রমিকেরা নিজের মুখে বলেছে ১০ হাজার টাকা বেতন পাই। আমাদের কর্মপরিবেশও ভাল। তবুও জিএসপি সুবিধা না পাওয়া দুঃখজনক। দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভাল উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি গ্রামের মানুষ। গ্রামে রাস্তাঘাট ও কালভার্টও ছিল না। এখন অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গ্রামগুলো নগরে পরিণত হয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার ও গড় আয়ুতে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের থেকে এগিয়ে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

অর্থনীতিবিদ মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দক্ষতা আমাদের বড় সমস্যা। প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশে ২ হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য অব্যবহৃত রয়েছে। আর এ অর্থ আমরা ব্যবহারই করতে পারিনি। তিনি বলেন, বিনিয়োগ, অবকাঠামো সমস্যা নিয়ে অনেকে কথা বলছেন। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা হলো দুর্নীতি। এ বিষয়টি কেউ বলছেন না। মূল প্রবন্ধে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেইন বলেন, সকল দেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র (এসডিজি) অর্জন করতে হলে প্রতিবছর বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন ৫ থেকে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে ৫ ট্রিলিয়ন বিনিয়োগ হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১০ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। আর বৈশিক বিনিয়োগে ৭ ট্রিলিয়ন হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১৫ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আছে ৫ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ৫ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি রয়েছে ৫ হাজার কোটি ডলার এবং ৭ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি আছে ৯ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, ড. মুস্তফা কে মুজেরি, এমসিসিআইয়ের সভাপতি নাসিম মঞ্জুর, প্রাক্তন সভাপতি রোকেয়া আফজাল রহমান, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম, বিটিএমএর সভাপতি তপন চৌধুরী, এফবিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি এ কে আজাদ ও মীর নাসির হোসেন এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশের উপ-পরিচালক নিক বেসফরড।

যুগান্তর
Date:21-03-2016 Page 12, Col 5-7 Size: 28.5 Col*Inc

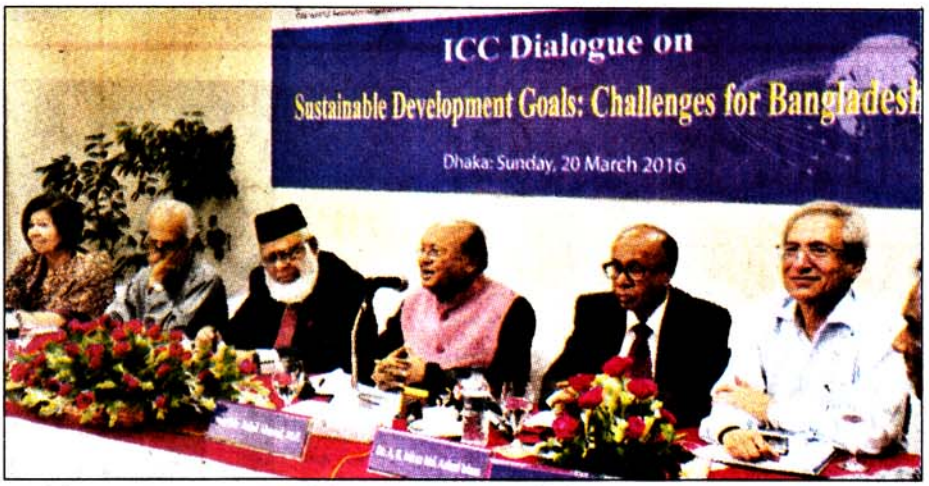

আইসিসি'র উদ্যোগে রোববার এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ যুগান্তর

ঘাটতি বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ লাখ কোটি টাকা

যুগান্তর রিপোর্ট

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বছরে পৌনে ১০ লাখ কোটি টাকা থেকে সোয়া ১২ লাখ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু সর্বশেষ হিসাবে বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ পৌনে পাঁচ লাখ কোটি টাকা। এ হিসাবে ঘাটতি বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে পাঁচ লাখ কোটি টাকা থেকে সোয়া সাত লাখ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংকের হিসাব থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

দেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্সের রিপোর্টের তথ্যমতে, বছরে বাংলাদেশ থেকে ৯শ' কোটি টাকা পাচার হচ্ছে। এই পাচার বন্ধ করা গেলে অর্থনীতিতে এ টাকা যোগ হবে।

জানা গেছে, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সব দেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে প্রতিবছর বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন ৫ থেকে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে বছরে তিন ট্রিলিয়ন ডলার থেকে সাড়ে চার ট্রিলিয়ন ডলার। এই বিনিয়োগ করতে হবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনে মাইগ্রেশন এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে।

জানা গেছে, বর্তমান বাংলাদেশের জিডিপির ২৯ দশমিক ২ শতাংশ হচ্ছে জাতীয় আয়ের অনুপাত। জিডিপির দশমিক ৯ শতাংশ হচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ। এ ছাড়া বিদেশ থেকে যে সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে সেটি হচ্ছে জিডিপির ১ দশমিক ৪ শতাংশ। আর দেশ থেকে টাকা পাচারের পরিমাণ হচ্ছে জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ।

সরকার আগামী ২০২০ সাল পর্যন্ত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সেখানে জিডিপির ৩১ দশমিক ৯ শতাংশ হচ্ছে জাতীয় আয়ের পরিমাণ। বৈদেশিক সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে জিডিপির দশমিক ৪ শতাংশ। একই সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৩ শতাংশ।

এসডিজি অর্জনে বছরে বিনিয়োগ প্রয়োজন ৯.৭৫-১২.২৫ লাখ কোটি টাকা

দেশে বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪.৭৫ লাখ কোটি টাকা

ঘাটতি বিনিয়োগের পরিমাণ ৫-৭.২৫ লাখ কোটি টাকা

এই তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলেও আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ থেকে যায়। যা থেকে এসডিজি বাস্তবায়নে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ এ গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন। এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে ২০১৫-২৪ সাল পর্যন্ত জিডিপির ৫ শতাংশ হারে রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। পাবলিক ও প্রাইভেট খাতে অর্থায়ন বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এ ছাড়া দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, সঠিক পলিসির কারণে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জন সম্ভব হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে আগামী ১৫ বছরের একটি পরিকল্পনা নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশ থেকে প্রতিবছর ৯শ' কোটি ডলার পাচার হচ্ছে। এটি মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশ। এই অর্থ পাচার বন্ধ, সুশাসন নিশ্চিত ও ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ করতে পারলে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

উল্লেখ্য, গত ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ঘোষিত এসডিজি বাস্তবায়নে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এসডিজিতে রয়েছে দারিদ্র্য, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী, পানি, বিদ্যুৎ, অর্থনীতি, অবকাঠামো, জলবায়ুসহ ১৭টি লক্ষ্য। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে এসব লক্ষ্য অর্জন করতে হবে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোতে। আর এসব লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।

প্রথম আলো

Date:21-03-2016 Page: 12, Col:1-5 Size: 35 Col*Inc

এসডিজি অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। এ জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান হবে, দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে। এ ছাড়া এসডিজি বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসূচি ঠিক করতে হবে।

গতকাল রোববার ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসিবি) আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য: বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা এ কথা বলেন। সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত এ সংলাপে সভাপতিত্ব করেন আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান। এতে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলামসহ ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদেরা অংশ নেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ মনে করেন, বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন। পরিবেশ খাতে বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, এ দেশে জমি কম, দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে—এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিনিয়োগ করতে হবে। তাঁর মতে, ৩০ বছর ধরে শুধু ঢাকা শহর হলো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বর্ধনশীল শহর। এ ঢাকা শহরই বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অর্ধেকের বেশি উৎপাদন করে। কিন্তু ঢাকা শহর হলো বসবাসের জন্য খারাপ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) ১৭টির মধ্যে ১০টিতেই টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে বলে জানান ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। উৎপাদন, সুশাসন, রাজনীতি, প্রবৃদ্ধি এর মধ্যে অন্যতম। এসডিজি অর্জনে প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ণয়ের সুপারিশ করেন তিনি।

দারিদ্র্য বিমোচনের প্রশংসা করে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, অতিদারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। অনেক ধনী দেশও তা পারেনি। তিনি এ সাফল্যকে 'অডাসিটি অব হোপ' বা 'দুঃসাহসী আশা' পূরণ হিসেবে মনে করেন। সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে অন্য দেশের চেয়ে কম বিনিয়োগ করেছে বাংলাদেশ। স্বল্পমূল্যে এসব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। যেমন খাওয়ার স্যালাইন।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মৌলিক ধারণাটি এখন বদলে গেছে। বালি কিংবা নাইরোবি মন্ত্রী পর্যায়ের সভা থেকে আমরা কিছুই পাইনি। অনেক দেশ এখন আঞ্চলিক বাণিজ্যব্যবস্থায় ঝুঁকছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি সুবিধা সম্পর্কে তোফায়েল আহমেদ বলেন, সব শর্ত পূরণ করার পরও যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা দিচ্ছে না। আমি নিজে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দেখেছি, সেখানে বেসরকারি খাতে ৭ শতাংশ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন আছে। আর ১৩ শতাংশ সরকারি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন আছে। কিন্তু তারা আমাদের শতভাগ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার চাপ দিচ্ছে। এখানে উপস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অব ডেলিগেশন পিয়েরা মায়াদুন নিজেও বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করেছেন। তিনিও দেখেছেন, আমাদের এখানে শ্রমিকদের সমস্যা নেই। তাঁরা মাসে ১০ হাজার টাকার বেশি বেতন পান।'

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ ভালো। কয়েক বছর ধরে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। এ বছর প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ হবে বলে আশা করছি। দেশের উন্নয়নকে তিনি "মিরাকল" বলে মনে করেন।' যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকে, তবে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, 'প্রবৃদ্ধিই হলো দারিদ্র্য বিমোচনের বড় হাতিয়ার। কিন্তু বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ খুব বেশি হচ্ছে না। এসডিজি বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এখনো পাইপলাইনে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার বিদেশি সহায়তা পড়ে আছে, ব্যবহার করতে পারছি না।'

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি নেওয়ার সময় নারী-পুরুষ, শহর-গ্রামের বৈষম্য দূর করাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এসডিজিতে দেশের অগ্রাধিকার কোনগুলো, সেগুলোকে বিবেচনা আনতে হবে। তিনি বলেন, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশ থেকে বছরে ৯ বিলিয়ন ডলার পাচার হচ্ছে, যা জিডিপির ৬ শতাংশের সমান। এসব পাচার ঠেকাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরও মনোযোগী হতে হবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেনের মতে, কয়েক বছর ধরে কাঙ্ক্ষিত হারে বেসরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে না। বেসরকারি বিনিয়োগ আনতে পরিবেশ দিতে হবে, বিশেষ করে জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেই দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে।

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় দেশজ হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে চীন বড় দৃষ্টান্ত। এসডিজিতে বাংলাদেশের নিজস্ব অগ্রাধিকার থাকা উচিত।

মূল প্রবন্ধ: মূল প্রবন্ধে জাহিদ হোসেন বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে প্রতিবছর বাংলাদেশকে ১০৯ দশমিক ৪ থেকে ১৫৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) ৫৯ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে বাংলাদেশ।

জাহিদ হোসেনের মতে, বাংলাদেশকে নিজের প্রয়োজন অনুসারে খাতওয়ারি অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, খাদ্যনিরাপত্তা, দক্ষ মানবসম্পদ, সুশাসন, টেকসই উৎপাদন, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতে গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আইসিসিবির সহসভাপতি রোকিয়া আফজাল রহমান, অ্যামচেমের সাবেক সভাপতি আফতাব উল ইসলাম, ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অব ডেলিগেশন পিয়েরা মায়াদুন, ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বেরেসফোর্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক মুস্তফা কে মুজেরী, ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম প্রমুখ।

আইসিসিবির সংলাপ

> সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত
>
> **ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ,** অর্থনীতিবিদ

> এ বছর প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ হবে বলে আশা করছি
>
> **তোফায়েল আহমেদ,** বাণিজ্যমন্ত্রী

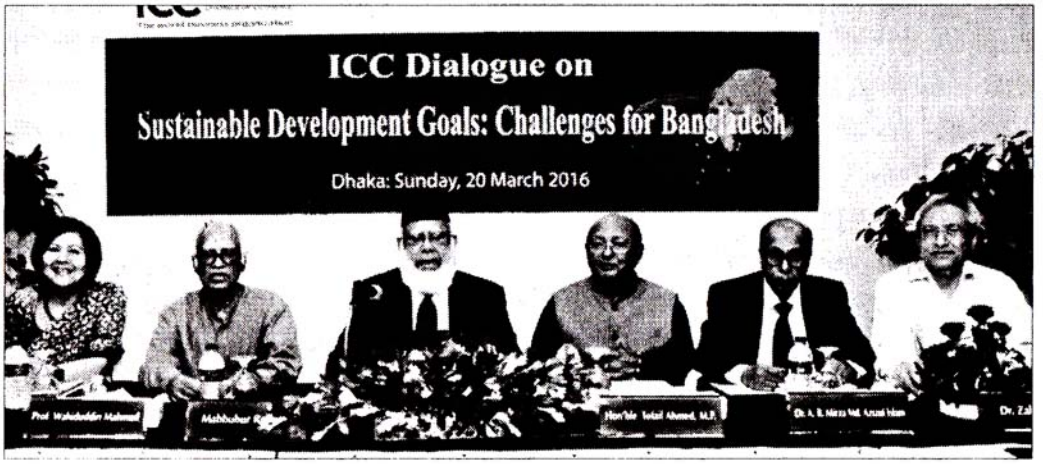

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসিবি) আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য: বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা

আমাদের অর্থনীতি
Date : 21-03-16 Page:1, Col:2-4 Size: 05 Col*Inc

বছরে পাচার হয় ৯০০ কোটি ডলার : সিপিডি

আরিফ : বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ৯০০ কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়ে যায়। একথা বললেন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ'র (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

গতকাল রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি, বাংলাদেশ) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ তথ্য দেন। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই সভার আয়োজন করা হয়।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় অর্থ পাচার হয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে শেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী বছরে ৯০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশেরও উপরে। এর আগে আলোচনা সভার মূল প্রবন্ধে বিশ্বব্যাংকে লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ থেকে বছরে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশের সমান।

যায়যায়দিন
Date:21-03-2016 Page 16, Col 3-6 Size: 18 col*inc

বছরে পাচার ৭২ হাজার কোটি টাকা

যাযাদি রিপোর্ট

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর মোটা অঙ্কের টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। শেষ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে ৯০০ কোটি ডলার বা ৭২ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলার ৮০ হিসাবে) বিদেশে পাচার হয়ে গেছে, যা বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশের সমান। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (বিআইসিসি) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ কথা জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।

'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক ওই আলোচনা সভা রোববার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। সম্মানিত অতিথি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম এবং অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ।

বিআইসিসির সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই আলোচনা সভায় প্যানেল আলোচক ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান, ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বেরেস্ফর্ড, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির

প্রতিবছর পাচারকৃত অর্থ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশের সমান

(এমসিসিআই) সভাপতি নাসিম মঞ্জুর, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ আইএফসির প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাসরুর রিয়াজ, ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফা কে মজুরি প্রমুখ।

এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন।

মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, সব দেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে প্রতি বছর বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন ৫ থকে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এ ক্ষেত্রে ৫ ট্রিলিয়ন বিনিয়োগ হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১০ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। আর বৈশ্লিক বিনিয়োগ ৭ ট্রিলিয়ন হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১৫ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ রয়েছে ৫ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ, ৫ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি রয়েছে ৫ হাজার কোটি ডলার এবং ৭ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি আছে ৯ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনে অর্থায়নকে গুরুতর সমস্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থ দেশের বাইরে চলে যায়। এই অর্থনীতিবিদ আরো বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে অর্থবছর ২০১৫-২৪ সময়ে ব্যবসার মুনাফার প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হারে হতে হবে।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ অবশ্যই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা হলো জেগে ওঠা। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো। সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছি। যুক্তরাজ্যে আমাদের রপ্তানি কমে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রতিনিয়ত যুক্তরাজ্যে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে। শেষ বছরে যুক্তরাজ্য থেকে ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বা ৫৭০ কোটি ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে।'

অর্থনীতিবিদ মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, 'দক্ষতা আমাদের বড় সমস্যা। প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশে পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

বছরে পাচার ৭২

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

দুই হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য অব্যবহৃত রয়েছে। আর এই অর্থ ব্যবহারই করতে পারিনি।'

তিনি বলেন, 'বিনিয়োগ এবং অবকাঠামো সমস্যা নিয়ে অনেকে কথা বলছেন। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা হলো দুর্নীতি। এ বিষয়টি কেউ বলছেন না।'

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় হলো, অর্থ পাচার হয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে শেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বশেষ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৯০০ কোটি ডলার বা ৭২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে, যা জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশের সমান।'

দৈনিক জনতা

Date:21-03-2016 Page 01, Col 05 Size: 07 Col*Inc

মিরাকলের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে : বাণিজ্যমন্ত্রী

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

বাংলাদেশে মিরাকলের (বিস্ময়কর ব্যাপার) মতো অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। গতকাল রোববার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স, বাংলাদেশের (আইসিসি) উদ্যোগে ২ পৃষ্ঠায় ২য় কলাম দেখুন

মিরাকলের মতো

আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, শত প্রতিবন্ধকতা থাকলেও আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করেছি যা বহির্বিশ্ব অনেক প্রশংসা করেছে। আর তাই শত বাধা থাকলেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে রিজার্ভ আছে ২৮ বিলিয়ন, কৃষি খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮ শতাংশ, সেবা খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২৬ শতাংশ। এর পাশাপাশি রফতানি আয়ও বাড়ছে। বাংলাদেশ এখন তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। মিরাকলের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে বাংলাদেশে।

যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি খাতে ৭ শতাংশ এবং সরকারি খাতে ১৩ শতাংশে ট্রেড ইউনিয়ন আছে। অথচ বাংলাদেশে শতভাগ ট্রেড ইউনিয়ন চায় তারা। আমাদের পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন ১০ হাজার টাকা। আমাদের কর্মপরিবেশও ভালো। তবুও জিএসপি সুবিধা না পাওয়া দুঃখজনক।

দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি গ্রামের মানুষ। এক সময় গ্রামে রাস্তাঘাট ও কালভার্টও ছিল না। এখন অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গ্রামগুলোতে পরিবর্তন হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, মাতৃ-শিশু মৃত্যুহার ও গড় আয়ুতে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

এসডিজি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, আমরা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এসডিজি অর্জনে কোনো বাধা থাকবে না।

এসময় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশ থেকে অর্থপাচার হয়ে যাওয়া চিন্তার বিষয়। সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বছরে ৯০০ ডলার বা ৭২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশেরও বেশি। অবশ্য এর আগে সংলাপের মূল প্রবন্ধে বিশ্বব্যাংকের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ থেকে বছরে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ জিডিপি'র ১ দশমিক ২ শতাংশের সমান।

আইসিসি'র সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে সংলাপে আরো উপস্থিত ছিলেন- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ প্রমুখ।

যুগান্তর
Date:21-03-2016 Page 02, Col 2-4 Size: 18 Col*Inc

এসডিজি অর্জনে দরকার পর্যাপ্ত বিনিয়োগ

যুগান্তর রিপোর্ট

বাজেটে ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ এবং বাস্তবায়নের সক্ষমতাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই ঘাটতি অর্থায়নের জন্য দরকার পর্যাপ্ত বিনিয়োগ। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দরিদ্রতা হ্রাস পাবে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের নিশ্চয়তা না পেলে সে বিনিয়োগও হবে না। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে বেসরকারি খাতকেও। পাশাপাশি এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তাহলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব হবে। রোববার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি, বাংলাদেশ) আয়োজিত 'এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক ডায়ালগে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর একটি হোটেলে ওই ডায়ালগে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইসিসি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মাহবুবুর রহমান।

আইসিসি'র ডায়ালগ

বড় চ্যালেঞ্জ অর্থায়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা

ডায়ালগে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, ব্যবসায়ীরা অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং কঠোর পরিশ্রম করে সফলভাবে বাণিজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি গঠন করেছি। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়মিত বসে পরামর্শ নিয়ে ব্যবসার কল্যাণে কাজ করছি। দেশের অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা গেলে উন্নয়নে কোনো সমস্যা হবে না। মন্ত্রী আরও বলেন, সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ এসেছিল, তা সফলভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাওয়ার রোল মডেল।

অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দারিদ্র্যের হার কমাতে হবে। গুণগত শিক্ষার মান নিশ্চিত, প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমানো ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এজন্য বিদ্যুতের নিশ্চয়তাও থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, দক্ষতা আমাদের বড় সমস্যা। প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশে ২ হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য অব্যবহৃত রয়েছে। আর এ অর্থ ব্যবহারই করতে পারিনি। তিনি বলেন, বিনিয়োগ, অবকাঠামো সমস্যা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা হল দুর্নীতি। এ বিষয়টি কেউ বলছেন না। ওই ডায়ালগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বলেন, এসডিজি অর্জনে সুশাসন, দারিদ্র্য হ্রাস, গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং বিনিয়োগের দিকে নজর দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে দুটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক হচ্ছে অর্থায়ন এবং দ্বিতীয় বাস্তবায়ন সক্ষমতা। এসডিজির ১৭টি বিষয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের আরও সক্রিয় হতে হবে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, সঠিক পলিসির কারণে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জন সম্ভব হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে আগামী ১৫ বছরের একটি পরিকল্পনা নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশ থেকে প্রতি বছর ৯শ' কোটি ডলার পাচার হচ্ছে। এটি মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশ। এই অর্থ পাচার বন্ধ, সুশাসন নিশ্চিত ও ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ করতে পারলে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন সংস্থা আইএফসি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. মাসরুর রেজা বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য হ্রাস করতে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হবে। এজন্য শিল্পায়ন দরকার। শিল্পায়নের জন্য দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন। বিনিয়োগের জন্য দরকার বিদ্যুৎ। এছাড়া রফতানি খাতেও বিনিয়োগের প্রয়োজন। এজন্য পাবলিক প্রাইভেট-পার্টনারশিপের মাধ্যমে তা করতে হবে। মেট্রোপলিটন চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, বিনিয়োগে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিশ্চয়তা দিতে হবে। রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল রাখা দরকার বিনিয়োগের জন্য। পাশাপাশি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে এসডিজি অর্জন সম্ভব হবে না। ডায়ালগে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহিম, ইউএনডিপি-বাংলাদেশের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বারেসফোর্ড বক্তব্য রাখেন।

নয়া দিগন্ত
Date:21-03-2016 Page 03 Col 2-3 Size:20 *Inc

আইসিসির সেমিনারে বক্তারা

বছরে জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থ পাচার হচ্ছে

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে বড় ধরনের অঙ্কেও অর্থ বিদেশে বিভিন্নভাবে পাচার হচ্ছে। আর বিশ্বব্যাংকের ড. জাহিদ হোসেন বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে প্রতি বছর বাংলাদেশের যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, হচ্ছে তার অর্ধেক। বৈশ্বিক বিনিয়োগ সাত ট্রিলিয়ন হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ ঘাটতি রয়েছে পাঁচ হাজার কোটি ডলার। তবে বছরে বাংলাদেশ থেকে একটা বড় অঙ্কের অর্থ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, যা জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ।

রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও-এ গতকাল বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসিবি) আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক এক আলোচনায় এ কথা জানান অর্থনীতিবিদরা। আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বেরেস্ফরদ, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি নাসিম মনজুর, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফা কে মুজেরি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের আইএফসির প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাসরুর রিয়াজ প্রমুখ।

মূল প্রবন্ধে ড. জাহিদ হোসেন বলেন, সব দেশকেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে প্রতি বছর বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন ৫ থকে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে ৫ ট্রিলিয়ন বিনিয়োগ হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১০ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। আর বৈশ্বিক বিনিয়োগ সাত ট্রিলিয়ন হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১৫ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আছে পাঁচ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ পাঁচ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি রয়েছে পাঁচ হাজার কোটি ডলার এবং সাত ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি ৯ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। তিনি বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থ দেশের বাইরে চলে যায়। তিনি আরো বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০১৫-২৪ সময়ে ব্যবসার মুনাফার প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হারে হতে হবে।

সংলাপে বক্তারা বলেন, এসডিজির লক্ষ্যগুলো অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করতে হবে। জেন্ডার সমতা আনতে আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি শিশুদের জন্য সব ধরনের খারাপ চর্চা এবং বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ বন্ধ করতে হবে। পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য অবকাঠামো ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বড় বিনিয়োগ দরকার। পরিবেশ বাঁচাতে ব্যাপকভিত্তিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য সহজ ■ *১১ পৃ: ৭-এর কলামে*

বছরে জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ

৩য় পৃষ্ঠার পর

হবে না।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ অবশ্যই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল যে চ্যালেঞ্জ তা হলো জেগে ওঠা আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছি। যুক্তরাজ্যে আমাদের রফতানি কমে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়ে ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রতিনিয়িত যুক্তরাজ্যে আমাদের রফতানি বাড়ছে। শেষ বছরে যুক্তরাজ্যে থেকে ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন বা ৫৭০ কোটি ডলার রফতানি আয় হয়েছে।

অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ভালো করেছে। এর কারণ মূলধনী বিনিয়োগের চেয়ে সামাজিক উন্নয়ন মুখ্য ছিল। কিন্তু এসডিজি অর্জন করতে হলে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা নিশ্চিত করা খুবই কঠিন। এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মাথাপিছু ব্যয় অনেক কম। পরিবেশকে টিকিয়ে রেখে উন্নয়ন হচ্ছে কি না সেটিও দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভূমিদস্যু, জলদস্যু ও বনদস্যু এখন বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এসব দস্যুর কাছ থেকে মানুষ ও রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষা প্রয়োজন। তিনি বলেন, এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগ অবশ্যই পরিবেশবান্ধব হতে হবে। তার মতে, ঢাকাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ছে। মূলত গুণগত নগরায়ন হচ্ছে না বলেই এমন ভারসাম্যহীন অবস্থা।

ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দক্ষতা আমাদের বড় সমস্যা। প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশে ২০ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য অব্যবহৃত রয়েছে। তিনি বলেন, বিনিয়োগ, অবকাঠামো সমস্যা নিয়ে অনেকে কথা বলছেন। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা হলো দুর্নীতি। এ বিষয়টি কেউ বলছেন না।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় অর্থ পাচার হয়ে যাওয়া। অর্থ পাচার উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

সংবাদ
Date: 21-03-16 Page: 14 Col: 2-5 Size: 34 Col*Inc

এসডিজি বাস্তবায়নের পথে অর্থ জোগান দেয়াই বড় চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতিসংঘ প্রণীত ১৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৩০) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের প্রতিবছর ১০৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন থেকে ১৫৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। আর লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের পথে অর্থ জোগান দেয়াই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলেন, এসডিজি অর্জনের জন্য প্রতিবছর উন্নত দেশগুলোর জন্য বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রয়োজন ৫ থেকে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে ৫ ট্রিলিয়ন বিনিয়োগ হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১০ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। আর বৈশিক বিনিয়োগ ৭ ট্রিলিয়ন হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ করতে হবে ১৫ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আছে ৫ হাজার ৯০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ৫ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি রয়েছে ৫ হাজার কোটি ডলার এবং ৭ ট্রিলিয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘাটতি আছে ৯ হাজার ৪০০ কোটি ডলার।

গতকাল রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ কথা জানান অর্থনীতিবিদরা। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের (আইসিসি) উদ্যোগে এই ডায়ালগের আয়োজন করা হয়।

আইসিসি'র সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মির্জা আজিজুল ইসলাম ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন প্রমুখ। প্যানেল আলোচক ছিলেন; ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বেরেস্ফর্ড, মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি নাসিম মনজুর, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ আইএফসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাসরুর রিয়াজ, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'র (আইএনএম) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফা কে মজুরি প্রমুখ। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেইন।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, এসডিজি অর্জনের জন্য বর্তমানে ৫৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ দরকার। কিন্তু আছে মাত্র ১০ বিলিয়ন। ঘাটতি রয়েছে ৪৯ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। এরপরও বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নানা সমস্যা মোকাবিলা করছে। বর্তমানে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ৬ দশমিক ৮ শতাংশ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ২১ থেকে ২২ শতাংশ। এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৌলিক অবকাঠামো, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু চ্যালেঞ্জ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত উন্নয়নে আরও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

> বাংলাদেশ অবশ্যই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল চ্যালেঞ্জ আছে তা হলো জেগে ওঠা। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো। এক সময় গ্রামে রাস্তাঘাট ও কালভার্টও ছিল না। এখন অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গ্রামগুলো নগরে পরিণত হয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার ও গড় আয়ুতে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের থেকে এগিয়ে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ অবশ্যই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল চ্যালেঞ্জ আছে তা হলো জেগে উঠা। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই ভালো। এক সময় গ্রামে রাস্তঘাট ও কালভার্টও ছিল না। এখন অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গ্রামগুলো নগরে পরিণত হয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার ও গড় আয়ুতে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের থেকে এগিয়ে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছি। যুক্তরাজ্যে আমাদের রপ্তানি কমে যাওয়া শংকা দেখা দিয়ে ছিল। কিন্তু বাস্তবত হলো প্রতিনিয়িত যুক্তরাজ্যে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে। শেষ বছরে যুক্তরাজ্যে থেকে ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বা ৫৭০ কোটি ডলার রপ্তানি আয় হয়েছে। বর্তমানে আমাদের রিজার্ভ আছে ২৮ বিলিয়ন, কৃষি খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮ শতাংশ, সার্ভিস খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২৬ শতাংশ; পাশাপাশি রপ্তানি আয়ও বাড়ছে। বাংলাদেশ এখন তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাংলাদেশ মিরাকলের (অলৌকিক) মতো বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, শত প্রতিবন্ধকতা থাকলেও আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করেছি। যা বহির্বিশ্বে অনেক প্রশংসা করেছে। আমরা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাই সপ্তম বার্ষিক পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এসডিজি অর্জনে এগিয়ে যাবো। শত বাধা থাকলেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করা হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

জিএসপি সুবিধা না পাওয়ার সমালোচনা করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দেখেছি বেসরকারি খাতে ৭ শতাংশ এবং সরকারি খাতে ১৩ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়ন আছে। অথচ তারা বাংলাদেশে শতভাগ ট্রেড ইউনিয়ন চায়। আমি অনেক পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেছি। শ্রমিকরা নিজের মুখে বলেছে- ১০ হাজার টাকা বেতন পাই। আমাদের কর্মপরিবেশও ভালো। তবুও জিএসপি সুবিধা না পাওয়া দুঃখজনক।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেইন বলেন, বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনে অর্থায়নকে গুরুত্ব সমস্যা প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থ চলে যায় দেশের বাইরে। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে অর্থবছর ২০১৫-২৪ সময়ে ব্যবসার মুনাফার প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হারে হতে হবে। এছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সামনে পাঁচটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেগুলো হলো; স্থানীয় ও বৈশ্বিক অর্থায়ন, অগ্রাধিকার লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, আর্থিক চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ, এসডিজির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবার অংশগ্রহণ এবং উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক গ্রুপ থেকে অর্থ সংগ্রহ।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় অর্থ পাচার হয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে শেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বশেষ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৯০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। যা জিডিপির প্রায় ৬ শতাংশের সমান। অর্থনীতিবিদ মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, দক্ষতা আমাদের বড় সমস্যা। প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশে ২ হাজার কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য অব্যবহৃত রয়েছে। আর এ অর্থ ব্যবহারই করতে পারিনি। তিনি বলেন, বিনিয়োগ, অবকাঠামো সমস্যা নিয়ে অনেকে কথা বলছেন। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা হলো দুর্নীতি। এ বিষয়টি কেউ বলছেন না।

দৈনিক
সংগ্রাম
Date: 21-03-2016 Page 01, Col : 2-3 Size: 19.5 Col*Inc

আইসিসির সেমিনারে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক

প্রতিবছর ৯০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : পাচার হওয়া অর্থ নিয়ে আমাদের আরও চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশ থেকে বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশেরও বেশি অর্থাৎ ৯০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয় বলে দাবি করেছেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

গতকাল রোববার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ শীর্ষক এক সংলাপে এই অর্থনীতিবিদ এ মন্তব্য করেন। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কর্মাস, বাংলাদেশ (আইসিসি) এ সংলাপের আয়োজন করে। আইসিসির সভাপতি মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মির্জা আজিজুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন প্রমুখ। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের জন্য চিন্তার বিষয়- অর্থ পাচার হয়ে যাওয়া। এ বিষয়ে শেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বছরে ৯০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। যা জিডিপির ৬ শতাংশেরও বেশি। তবে বিশিষ্ট এই বিশ্লেষকরা এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করেননি।

তিনি বলেন, এই পাচার হওয়া টাকা নিয়ে অর্থনীতিবিদরা নানা সময় কথা বললেও এর সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। পাচার হওয়া এসব টাকা আমাদের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি আরও বাড়বে। *(২-এর পৃষ্ঠার ৪ কলাম)*

বিদেশে পাচার হচ্ছে

(১-এর পৃঃ ৩ এর কঃ পর)

প্রতি বাজেটে কালো টাকা সাদা করার ঘোষণা থাকলেও অর্থনীতিতে এর কোন সুফল নেই। আইনি প্রক্রিয়ায় যদি আমরা এই পাচাররোধ করতে না পারি তাহলে তা আরও বাড়বে।

সংলাপে বক্তারা জাতিসংঘ ঘোষিত ১৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৩০) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের পথে অর্থ যোগান দেয়াই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন।

দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশ এখন তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাংলাদেশে মিরাকলের মতো অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, শত প্রতিবন্ধকতা থাকলেও আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করেছি। যা বহির্বিশ্বে অনেক প্রশংসা করেছে। শত বাধা থাকলেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, বর্তমানে রিজার্ভ আছে ২৮ বিলিয়ন, কৃষি খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮ শতাংশ, সেবা খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২৬ শতাংশ। এর পাশাপাশি রফতানি আয়ও বাড়ছে। বাংলাদেশ এখন তলাবিহীন ঝুড়ি নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি সুবিধার প্রসঙ্গে তোফায়েল আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি খাতে ৭ শতাংশ এবং সরকারি খাতে ১৩ শতাংশে ট্রেড ইউনিয়ন আছে। অথচ বাংলাদেশে শতভাগ ট্রেড ইউনিয়ন চায় তারা। আমাদের পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন ১০ হাজার টাকা। আমাদের কর্মপরিবেশও ভালো। তবুও জিএসপি সুবিধা না পাওয়া দুঃখজনক।

দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আমি গ্রামের মানুষ। একসময় গ্রামে রাস্তাঘাট ও কালভার্টও ছিল না। এখন অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গ্রামগুলো নগরায়নে পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, মাতৃ-শিশু মৃত্যুহার ও গড় আয়ুতে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

এসডিজি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, আমরা সপ্তম-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি অন্তর্ভুক্ত করেছি। তাই সপ্তম বার্ষিক পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এসডিজি অর্জনে কোনো বাধা থাকবে না।

ড. জাহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ থেকে বছরে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশের সমান। তবে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন মনে করেন, বছরে পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ জিডিপির ১ দশমিক ২ শতাংশের সমান।

মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, অর্থনীতিতে কালো টাকা একটা বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বোঝা দিন দিন বেড়েই চলছে। পাচাররোধে গৃহীত পদক্ষেপ তেমন কাজে আসছে না। এ নিয়ে এনবিআর নানা কর্মসূচি গ্রহণ করলেও তা তেমন কাজে আসছে না।

তিনি আরও বলেন, পাচার হওয়া অর্থ নিয়ে আমরা নানা কথা বললেও এই টাকা ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। মূলত পাচারকারীরা অনেক শক্তিশালী। পাচার প্রতিরোধে আইন আরও কঠিন করতে হবে। সীমান্তে আরও নজরদারি বাড়াতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের যে, রিজার্ভ থেকে চুরি হয়েছে তা ফিরিয়ে আনাও অনেক কঠিন কাজ। এই টাকা ফিরিয়ে আনার চেয়ে ভবিষ্যতের যাতে আর এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত না হয় সেদিকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে।

সমকাল
Date: 21-03-2016 Page: 12 Col: 2-5 Size: 36 Col*Inc

এমডিজির তুলনায় কঠিন হবে এসডিজি বাস্তবায়ন

সমকাল প্রতিবেদক

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) তুলনায় নতুন বৈশ্বিক এজেন্ডা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন অনেক বেশি কঠিন হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। অর্থ ছাড়াও রয়েছে অনেক বাধা। এ কারণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকে এসডিজি বাস্তবায়নে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসিবি) এ সংলাপের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ও সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান।

রোববার সোনারগাঁও হোটেলে সংলাপে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ■ সমকাল

সংলাপে বক্তারা বলেন, এসডিজির লক্ষ্যগুলো অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করতে হবে। লিঙ্গ সমতা আনতে আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি শিশুদের জন্য সব ধরনের খারাপ চর্চা, বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ বন্ধ করতে হবে। পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য অবকাঠামো ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বড় বিনিয়োগ দরকার। জলবায়ু এবং পরিবেশ বাঁচাতে ব্যাপকভিত্তিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য সহজ হবে না।

আঞ্চলিক বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটছে। সেই ধারাবাহিকতায় আফ্রিকায় শুল্কমুক্ত বাজার পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে দ্রুতগতিতে। জিএসপি সুবিধা না পাওয়ার সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে দেখেছি, বেসরকারি খাতে ৭ শতাংশ এবং সরকারি খাতে ১৩ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়ন আছে। অথচ তারা বাংলাদেশে শতভাগ ট্রেড ইউনিয়ন চায়। আমাদের কর্মপরিবেশও ভালো। তবু জিএসপি সুবিধা না পাওয়া দুঃখজনক।'

অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ভালো করেছে। এর কারণ, মূলধনী বিনিয়োগের চেয়ে সামাজিক উন্নয়ন মুখ্য ছিল। কিন্তু এসডিজি অর্জন করতে হলে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা নিশ্চিত করা খুবই কঠিন। তিনি বলেন, গুণগত শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। পরিবেশকে টিকিয়ে রেখে উন্নয়ন হচ্ছে কি-না সেটিও দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভূমিদস্যু, জলদস্যু ও বনদস্যু এখন বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে বিশিষ্ট এ অর্থনীতিবিদ বলেন, এসব দস্যুর কাছ থেকে মানুষ ও রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষা করা প্রয়োজন। তার মতে, ঢাকাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ছে। মূলত গুণগত নগরায়ন হচ্ছে না বলেই এমন ভারসাম্যহীন অবস্থা।

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১০৯ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রতি বছর অর্থায়ন ঘাটতি ৫০ বিলিয়ন ডলার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বড় অঙ্কের অর্থের ঘাটতি থাকলেও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি এবং বিপুল অঙ্কের কর ফাঁকি হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, এখনও দারিদ্র্যের হার অনেক বেশি। শিক্ষার মানও খারাপ। বৈদেশিক সাহায্য পাইপলাইনে ২০ বিলিয়ন ডলার, যা সঠিক সময়ে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন অনেক কঠিন হবে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, দেশ থেকে বড় অঙ্কের অর্থ পাচারের ঘটনা ঘটছে, যা এসডিজি বাস্তবায়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। স্বাগত বক্তব্যে আইসিসিবির সভাপতি বলেন, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, দক্ষ শ্রমশক্তি ছাড়া আগামী দিনে সাড়ে সাত থেকে আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি পাওয়া কঠিন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত পিয়েরে মায়দুন জানান, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের মতো ভালো পরিবেশ রয়েছে। সে সুযোগ বিনিয়োগকারীরা কাজে লাগাতে পারেন। তিনি সুশাসন এবং স্বচ্ছতার ওপর জোর দেন। অ্যামচ্যামের সাবেক সভাপতি আফতাব-উল-ইসলাম জানান, ডিজিটাল গার্ড ভালোভাবে তৈরি করতে না পারলে ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির মতো ঘটনা বাড়তে থাকবে। এমসিসিআইয়ের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, দক্ষতা এবং শিক্ষা খাতের উন্নয়নে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন। এখন অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কাজ করতে হবে। আরও বক্তব্য রাখেন ডিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম। সমাপনী বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রোকেয়া আফজাল।

সংলাপে উপস্থিত ছিলেন– এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন ও এ. কে. আজাদ, বিটিএমএ সভাপতি তপন চৌধুরী, আইএমএফের আবাসিক প্রতিনিধি স্টিলা কায়েন্দারা, চীনের রাষ্ট্রদূত মিং কিয়াং, পিআরআই চেয়ারম্যান ড. জায়েদি সাত্তার, বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি আনোয়ারুল আলম চৌধুরী (পারভেজ), বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক, বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী, ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক বারেসফোর্ড, আইএফসির প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. এম মাসরুর রিয়াজ প্রমুখ।